“ইয়ে দৌলত ভি লে লো
ইয়ে শাহাওরাত ভি লে লো”

ডা. আসাদ

নর্থ-ওয়েস্ট সিডনির নবীনতম একটি সাবার্ব্ব BellaVista. "বেলা ভিস্তা" র ততোধিক নবীন অত্যাধুনিক Norwest প্রাইভেট হাসপাতালের জানালা দিয়ে আকাশ দ্যাখা যায়, কিন্তু দূরের Blue Mountains থেকে ভেসে আসা 'দাবানলের ধোঁয়া' নীলাকাশকে আবছা ঢেকে দিয়ে স্রষ্টা নিজের ক্যানভাস নিজেই বিবর্ণ করেছেন, কিংবা নতুন ধূসর - বর্ণিল ছবি এঁকেছেন! হাসপাতালের গা ঘেঁষে রয়েছে 'বেলা ভিস্তার ' চমৎকার সব বাড়িগুলো। আর কিছুটা দূরে হয়ত আবছা দেখা যায় আমার আর আমাদের বন্ধুদের 'ক্যালিভিল রীজ' (Kellyville Ridge) এর বাড়িগুলো। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আমার বাড়ি! আমার স্ত্রী একা বিনিদ্র, স্বামী হৃদযন্ত্রের বৈকল্য রোগে হাসপাতালে, একমাত্র সন্তান ডাক্তার হবার সাধনায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে Gold Coast ইউনি (uni) তে ।

কিন্তু আরো দূরে আবছা আলোয় ওই পাম গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম আমার কৈশোরের গ্রাম রাজবাড়ির সজ্জন্কান্দা! কেউ শুয়ে নেই সে ঘরে! শূন্য খাঁ খাঁ করছে আমার পরলোকের বাবা মায়ের বসত বাটি! আরো দূরে - নাজিরুদ্দিন স্কুল! আমার মেঝো চাচা যে স্কুলের দীর্ঘদিনের হেডমাস্টার ছিলেন, তার পাশ দিয়ে 'নতুন বাহাদুর পুর ' গ্রাম। যেটা আমার বাবা চাচারা গড়ে তুলেছিলেন উনিশ শ' বাহাত্তর সালে, একাত্তরের নদী ভাঙ্গনের পরে। ওই নাজিরুদ্দিন স্কুলের মাঠেই তো সান্ধ্য অনুষ্ঠানে (আমি তখন ক্লাস ফোর এ প্রাইমারিতে) শুনেছিলাম হারমোনিয়াম হাতে গোবিন্দদা'র কণ্ঠে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর দুই বাঙলার মিল নিয়ে নস্টালজিক সেই গানটি, "এই গঙ্গা সেই পদ্মা ... দুটি অশ্রুধারা, যদি বৃষ্টির মেঘ হয়ে ঝরতাম, ঝাঁপ দিয়ে বুকে তার পড়তাম।" উনিশ শ বাহাত্তর এর শেষের দিক কিংবা তেহাত্তরের প্রথম দিকের কথা। নতুন বাহাদুরপুর এর এই গ্রামেই আমি, আমার আজন্ম সাথী সেজ'দা আর আমার কয়েক মাসের ছোট চাচাত ভাই বাদশা; এই তিন জনের ১০ -১১ বছর বয়সে একত্রে ধূমপানের অভিজ্ঞতা!

ওই নতুন বাহাদুরপুর গ্রামের ঘরে বসেই আমি সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম আমার বাংলা পাঠ্য বই থেকে কবি গোলাম মোস্তফার কয়েক পৃষ্ঠার কাব্যময় প্রবন্ধ 'পদ্মা'। "বাংলাদেশের সলিল কন্যা পদ্মা, আমি তোমায় ভালবাসি" আর আমার আবৃত্তির বিমুগ্ধ শ্রোতা আমার মা !

আরো দূরে - একি! ওই যে কাঁচা মিঠে আমের সেই গাছটি! যেটাকে আমরা ডাকতাম 'বড় আমগাছ' বলে, কিন্তু ওটা তো সে-ই-ই ..আমার দাদা মুন্সী বাহাদুর আলীর নিজের গড়া 'বাহাদুরপুর' গ্রামের বাড়ির গাছটি, সেই গ্রাম যেটাকে আমরা পরে বলতাম 'পুরাতন বাহাদুরপুর' আজও সামান্য টিকে আছে; কিন্তু সে গাছ তো আর নেই! ১৯৭১ এর মাঝামাঝিতেই কীর্তিনাশা পদ্মা তো সব ভেঙ্গে দাদার গড়া নিজের মহল্লার মত বাড়ি সহ সমৃদ্ধ একটি গ্রামের ঠিক মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শীর্ণ হলেও রূপে সেই পদ্মা এখনও অতুলনীয়! হলে কি হবে, যে বাড়ি ছিল আমার মায়ের প্রথম শশুরবাড়ি, যে বাড়িতে বসে পদ্মার প্রেমে পড়ে আমার মা নিজেও লিখে ফেলেছিলেন তাঁর নিজের চমৎকার একটি কবিতা 'ওগো কীর্তিনাশা', সেই ত্রিশ চল্লিশ টি আমগাছ সহ কয়েক একর এর উপর গড়ে ওঠা বাড়িটিকে যখন পদ্মা গ্রাস করতে থাকে, মায়ের তখন বাড়ি নিয়ে চিন্তা করার ফুরসৎ নেই, নামাজের পাটিতে বসে নিজের স্বামী-সন্তানের সাথে বঙ্গবন্ধুর মঙ্গল কামনা, দেশের স্বাধীনতার জন্য কায়-মনে প্রার্থনা চলছে।

তারপর ১৯৭৪ আমার মায়ের আবার হিজরত! বাহাদুরপুর ছেড়ে আবার ঘর তুললেন রাজবাড়িতে, সজ্জন্কান্দা; উদ্দেশ্য সন্তানদেরকে 'এ' ক্যাটাগরির স্কুলে দেয়া। এক জীবনেই বাবাকে তিনবার ঘর তুলতে হলো! অবশ্য পদ্মাপারের মানুষ ছিলেন বাবা, ভাঙ্গন ছিল তাঁদের নিত্য সঙ্গী।

মানুষের স্বপ্নে এরকম হয় জানি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জীবিত মৃত কল্পনা সব একাকার হয়ে যায়। কিন্তু আমি তো জেগে আছি! এইতো আমি Norwest Private হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিট এ শুয়ে আছি, হাতে ক্যানুলা, মাথার উপর কার্ডিয়াক মনিটর - ইসিজি, সারা গায়ে ইসিজি লিড্, পেটে ক্লেক্সেন ইনজেকশনের দাগ, বুকে এখনও চিন চিন কষ্ট, ব্লাড রিপোর্ট এ হাই Troponin, নার্স বান্টি, অরুন্ধতী, ইকো কার্ডিওগ্রাফার ফার্নান্দেজ!

আমার তো হার্ট এটাক ই না হয়েছে, কিন্তু ব্রেন তো ঠিকই থাকার কথা! কিন্তু আমি কেন জেগে থেকেও স্বপ্নের কয়েক সেকেন্ডের মত সব একাকার করা স্মৃতি-বৈকল্যে ভুগছি? মৃত মা-বাবা, জীবিত কাছের দূরের বাস্তব এবং ভারচুয়াল জগতে পরিচিত আত্মীয় বন্ধু, প্রাক একাত্তর, একাত্তর, পঁচাত্তর, ১৯৮০-৮১ এর রাজনৈতিক হুলিয়া, মাঝখানে সেজদা, রাজাভাই, বাবলাভাই, রঞ্জন, বারেক, কনক, রাজা, শামিম সব বাল্যবন্ধুরা শুভভাই, নাসির ভাই, জয় ভাই, নন্দ, মুক্তা, মাসুম, আশিক, রূপণ, আমান, বাদল, সিরাজী, জামাল, মতি - ভার্চুয়াল জগতে প্রগাঢ় হওয়া ফয়সাল, সান্টু ভাই, প্রীতিশ দা, প্রভা আপা - সব্বাই -

আবারও ১৯৮০-৮১ তে হুলিয়ার ভেতর সিলেট মেডিকেলে পালিয়ে থাকা অবস্থায় সেই মদন দা'র থেকে শুনে মুখস্থ করা পাঁচ পৃষ্ঠার নাজিম হিকমতের কবিতার চরণগুলি - "যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর তা আজও আমরা দেখিনি, সব থেকে সুন্দর দিনগুলি আজও আমরা পাইনি, মধুরতম যে কথা আমি বলতে চাই তা আজও আমি বলিনি !"
সুমন্তদা'র কণ্ঠে শক্তির কবিতা আবৃত্তির রেশ -
"দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া / কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া - / অবনী বাড়ি আছ ?
.....
হৃদয়ে দূরগামী / ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি / অ- ব- নী - বাড়ি আ---ছ?"

আমি, সেজদা, চাচাত ভাই বাদশা, হুস্না, আলেয়া, বেবি, ফেরদৌসি, ইতি -

সব ভাই বোনরা মিলে পুরাণ বাহাদুরপুর এর বাড়ির সেই বিশাল উঠোনের বৃষ্টিস্নাত বন্যায় কাগজের নৌকা ভাসিয়ে চলছি - মাঠে ফড়িং ধরছি - খেলাঘরে তারের স্প্রিং আর ম্যাচ-বাক্স দিয়ে মাইক্রোফোন আর স্পিকার বানিয়ে আমি শিল্পী হয়ে ওদেরকে গান শোনাচ্ছি - "আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন"

আর একই সাথে আমার আই ফোনের ইউ টিউবএ গান বেজে চলছে -
"ইয়ে দৌলত ভি লে লো - ইয়ে শাহাওরাত ভি লে লো - "

http://m.youtube.com/watch?v=zqDTZJYf5bM&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DzqDTZJYf5bM